# পাঠ পরিকল্পনা-৮ (শ্রেণি : নবম)

## অধ্যায়-১ : আকাঈদ ও নৈতিক জীবন

## পাঠ-৯ : রিসালাত

## সময় : ৩৫ মিনিট

| সময় | বিবরণ |
|---|---|
| ৫ মিনিট | উপস্থিতি পর্যালোচনা ও পূর্বের পাঠের পূনরুল্লেখ, যেমন- 'আল্লাহর ৫টি গুণবাচক নাম'<br>**পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা-** ১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবী ছিলেন? না রাসূল ছিলেন?<br>২. রিসালাতে বিশ্বাসের প্রয়োজন কেন? |
| ৫ মিনিট | পৃথিবীর আদিকাল থেকে বিশ্ব মানবতার হিদায়েতকল্পে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। তাদেরকে সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার জন্যে বিভিন্ন বিধানাবলি দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যা রিসালাত নামে পরিচিত। রিসালাত প্রাপ্ত নবী-রাসূলগণ আমাদেরকে এক আল্লাহর দাওয়াত দেন, কুফর-শিরক থেকে সতর্ক করেন, উত্তম চরিত্রের প্রশিক্ষণ দেন।<br>**রিসালাত পরিচিতি :** রিসালাত رِسَالَةٌ শব্দটি فِعَالَةٌ এর ওজনে مَصْدَر اِسْمُ একবচন, বহুবচনে رَسَائِلُ এর অর্থ হলো- প্রেরণ করা, দূত নিয়োগ করা, চিঠি, সংবাদ, ফেরেশতা, মিশন, পয়গাম, বার্তা, বাণী, পত্র, মিশন, কর্তব্য, উদ্দেশ্য, message. শরীআতের পরিভাষায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে পৃথিবীর মানুষের কাছে তার হিদায়াত বা পথ নির্দেশনা এবং আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান প্রভৃতি অবিকল পৌঁছে দেয়ার নাম রিসালাত। ড. ইব্রাহীম আনীস বলেন : "রাসূল হলো আল্লাহ যাকে শরীআত দিয়ে পাঠিয়েছেন, সে সেই শরীআত মোতাবেক আমল করবে এবং তা জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। আর রাসূলের ওপর অর্পিত এ মিশন বা দায়িত্বকে রিসালাত বলে।" |
| ১০ মিনিট | **নবী-রাসূলের সংখ্যা :** তাঁদের সংখ্যা অসংখ্য। তবে কুরআনে ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। এক হাদিসে ১ লক্ষ ২৪ হাজার বলা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩১৩/৩১৫ জন রাসূল (সর্বসম্মত মত নয়)।<br>**নবী ও রাসূলের পার্থক্য :** সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো নবী ও রাসূল দুটিই সমার্থবোধক শব্দ। উভয়ের অর্থই আল্লাহর বাণী প্রচারক। তবে শাব্দিক ও পারিভাষিকভাবে কিছু পার্থক্য নিয়ে আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে।<br>১. (আসমানী কিতাবের ভিত্তিতে পার্থক্য) نَبِيٌّ (নবী) শব্দটি نَبَاءٌ (নাবায়ুন) মূল শব্দ থেকে উৎপত্তি। نَبِيٌّ (নবী) শব্দের অর্থ হচ্ছে বার্তাবাহক, সংবাদবাহক, সংবাদ জানানো, বলা বা জানানো। যিনি বার্তা বহন করেন, তাকে নবী বলা হয়। এ দিক বিবেচনায় যিনি লিখিত আসমানী কিতাব পাননি শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনিত হয়ে দাওয়াতি কাজ করেছেন। পক্ষান্তরে رَسُوْلٌ (রাসূল) শব্দটি رِسَالَةٌ (রিসালাত) থেকে এসেছে। رَسُوْلٌ (রাসূল) শব্দের অর্থ দূত, সংবাদবাহক, পত্রবাহক। পত্র সাধারণত লিখিত হয়, তাই এ দিক বিবেচনায় যিনি লিখিত আসমানী কিতাব পেয়েছেন তিনি রাসূল। যেমন- মূসা (আ.) তাওরাত কিতাব পেয়েছেন, কিন্তু হারুন (আ.) আসমানী কিতাব পাননি, তাই তিনি নবী।<br>২. (নতুন শরিয়ত পাওয়া বিবেচনায় পার্থক্য) : যেমন- হযরত হারুন (আ.) আসমানী কিতাব না পেলেও নতুন শরিয়ত পান তাই তিনি রাসূল। কিন্তু ইসমাইল (আ.) আসমানী কিতাব ও নতুন শরিয়ত কোনোটাই পাননি, তিনি নবী।<br>৩. নবীগণ সকলে রাসূল নন পক্ষান্তরে প্রত্যেক রাসূল নবীও বটে।<br>৪. নবী শব্দটি ব্যাপক; নবী ও রাসূল উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় পক্ষান্তরে রাসূল শব্দটি নিদিষ্ট।<br>৫. নবীগণ পূর্ববর্তী রাসূলের কিতাবানুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন পক্ষান্তরে রাসূলগণ নিজের ওপর অবতীর্ণ কিতাবানুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন।<br>৬. নবীগণের প্রচারক্ষেত্র ছিল নির্দিষ্ট পক্ষান্তরে রাসূলগণের প্রচার ক্ষেত্র ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত।<br>৭. নবীগণ আংশিক জীবন বিধান পেতেন পক্ষান্তরে রাসূলগণ পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান পেতেন।<br>৮. একই সময়ে একাধিক নবী ছিলেন পক্ষান্তরে একই সময়ে একজন রাসূল ছিলেন। |

| | |
|---|---|
| ১০ মিনিট | **মহানবী সা. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী**<br>**আভিধানিক অর্থ :** خَتْمُ النُّبُوَّةِ দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একিট যৌগিক শব্দ। এর একটি হচ্ছে خَتْمٌ (খাতমুন)। যার অর্থ হলো শেষ, সমাপ্তি, পরিসমাপ্তি, উপসংহার, সীলমোহর, মোহর মারা। আর اَلنُّبُوَّةُ শব্দের অর্থ হলো নবী, বার্তাবাহক, সংবাদ বহনকারী, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পয়গাম। সুতরাং خَتْمُ النُّبُوَّةِ (খাতমুন নবুয়াত) শব্দের অর্থ হচ্ছে নবীদের শেষ, নবীদের পরিসমাপ্তি, নবুয়তী ধারার পরিসমাপ্তি অর্থাৎ শেষ নবী। এডওয়ার্ড উইলিয়াম বলেন "খাতম' ও 'খাতিম' সম্পর্কে বলেন– উপত্যকা ভূমির শেষ প্রান্ত। The last of a compnay of men' একদল মানুষের শেষ ব্যক্তি। 'খাতামুন নাবীয়্যীন' অর্থ লিখেছেন, The last of the prophets' নবীগণের শেষ। (Lexicon, v-l, p-703) **ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র)** বলেছেন, "খাতাম শব্দটি ব্যবহৃত হয় একটা জিনিসের সর্বশেষ প্রান্তে পৌঁছার কথা বুঝানোর জন্য।" যেমন– আমি কুরআন খতম করেছি। অর্থাৎ কুরআনের শেষ পর্যন্ত পড়েছি। আর 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বলা হয়েছে এজন্য যে, তিনি নবুয়াতের খতম করেছেন। অর্থাৎ তাঁর আগমনের দ্বারা নবুয়াতের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শেষ করে দেয়া হয়েছে।<br>**হযরত মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী হওয়ার দলীল/প্রমাণ**<br>**ক. আল-কুরআনের প্রমাণ :** আল্লাহ তাআলা বলেছেন :<br>مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ<br>"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহ তাআলার রাসূল এবং শেষনবী।" (সূরা আহযাব : ৪০)<br>**খ. আল হাদিসের প্রমাণ :** মহানবী (স.) যে সর্বশেষ নবী ছিলেন এ ব্যাপারে তাঁর নিজের ঘোষণা :<br>اَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ وَلَا فَخْرَ<br>"আমি নবীগণের সর্বশেষ নবী এতেও আমার গর্বের কিছু নেই।' (মুসনাদে দারিমী)<br>**গ.** আল কুরআন ও হাদিসের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবী-রাসূলগণের আগমনের তিনটি কারণ থাকে। ১. প্রথম নবীর শিক্ষা বিলুপ্ত হলে এবং তা পুনরায় পেশ করার প্রয়োজন হলে।<br>২. প্রথম নবীর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ না হলে এবং সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন হলে।<br>৩. প্রথম নবীর শিক্ষা কোনো বিশেষ জাতির জন্য সীমাবদ্ধ হলে, অন্য জাতির কাছে পৃথক নবীর প্রয়োজনে কিংবা সাহায্যকারী নবী হিসেবে।<br>এ কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মুহাম্মাদ (স.)-এর নবুয়াতের পর এসব কারণের একটিও বাকি নেই। অর্থাৎ মহানবীর শিক্ষা বিলুপ্ত হয়নি। আজো আছে, তাঁর শিক্ষা, আনীত শরীআত তাঁর উপস্থাপিত জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ এবং শাশ্বত অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন। আর তিনি বিশ্বনবী।<br>**ঘ. ইজমায়ে সাহাবা :** সাহাবায়ে কিরাম বিনাবাক্যে, বিনা সন্দেহে এবং একমত হয়ে একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী। তারপর অন্য কোনো নবী আসবেন না। যেসব লোক মিথ্যা নবী হিসেবে দাবি করেছেন এবং তাদের যারা অনুসরণ করেছেন, এ সকল ভণ্ড নবুয়াতের দাবিদারদের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করেন। |
| ৫ মিনিট | **শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন**<br>মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী। তারপরে আর কোনো নবী আসবেন না। তিনি সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী। কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম তিনি শাফাআত করবেন। তিনি সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হাশরের মাঠে তার হাতে থাকবে হাউজে কাউসার।<br>ক. রিসালাত অর্থ কী?<br>খ. চারজন প্রধান নবীর নাম লিখ?<br>গ. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেন শেষ নবী- আলোচনা কর।<br>ঘ. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন ও তার মুখের বাণী হাদিস অনুসারে চলার মাধ্যমে আমাদের আখিরাতের সফলতা লাভ করা সম্ভব? বিষয়টি আলোচনা কর। |